তারিখ 21 FEB 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

প্রথম আলো

ভাষা আন্দোলন নিয়ে নতুন বই কম

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ বছর বইমেলায় ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই হাজার নতুন বই এসেছে। গতকাল পুরো মেলা ঘুরে ভাষা আন্দোলন-বিষয়ক ১০টির বেশি বই পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে অন্যতম আহমদ রফিকের *একুশের দিনলিপি*, আবুল কাসেম ফজলুল হকের *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের *বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ*, এমআর মাহবুবের *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও ভাষা সংগ্রামের স্মৃতি*, জাহানারা তোফায়েলের *আমার স্মৃতিতে ভাষা আন্দোলন*, মোনায়েম সরকারের *মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের গান* এবং মাহবুবুল হকের *ভাষার লড়াই থেকে মুক্তিযুদ্ধ*।

শিশু একাডেমির স্টলে দাঁড়ানো প্রীতিলতার হাতে একটি বই। *বাংলা ভাষা আন্দোলন* নামের ওই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে। প্রীতিলতার মা আক্ষেপ করে বললেন, রফিকুল ইসলামের লেখা আর হাশেম খানের আঁকা ছবি থেকেই ১০ বছর বয়সে বুকে গেঁথে গিয়েছিল সালাম-রফিক-বরকতদের বিষণ্ন আর 'থোকা থোকা' নামগুলো। ছোটদের বই বিক্রি করে এমন কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্টলগুলোতে ছোটদের জন্য লেখা ভাষা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নতুন বই পাওয়া যায়নি।

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অ্যাডর্ন পাবলিকেশনে মিলল বড় পরিসরে প্রকাশিত *মহান একুশে সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ*। তবে এটি পুরোনো বই। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ জাকির হোসাইন বলেন, 'লেখকেরা এ বিষয়ে বই কম লেখেন। তাঁদের দায়বদ্ধতা বেশি। তারপরও আমাদের প্রকাশনী থেকে প্রতিবছরই ভাষা আন্দোলনের ওপর দু-একটি বই প্রকাশ করে থাকি।'

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক এ ব্যাপারে বলেন, 'ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমি এখনো লিখে যাচ্ছি। ছোটদের জন্য আমার লেখা বেশ কয়েকটি বই আছে। ছোটদের জন্য একুশ নিয়ে বই লেখা খুব জরুরি। ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারটি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে অনেক শিশুই বলে, এ ব্যাপারে কিছু জানে না। একুশের চেতনায় আঘাত করে, এমন মন্তব্যও শোনা যায়। তাই ছোটবেলা থেকেই একুশ বিষয়ে জানা থাকা দরকার। শিশুদের জন্য একুশ নিয়ে বেশি বই বের হওয়া উচিত। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানও ভাষা আন্দোলনের ওপর বেশিসংখ্যক বই প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। বাংলা একাডেমি এ বছর একটি এবং আগামী ভাষা আন্দোলনের ওপর পাঁচটি বই প্রকাশ করবে বলে তিনি জানান।

গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় খোলে মেলার দ্বার। তবে ভিড় শুরু হয় পড়ন্ত বিকেল থেকে। মেলায় আগত অনেকেরই পরনে ছিল শোকের কালো রং আর একুশের স্মারকসংবলিত পোশাক। একাডেমির তথ্যমতে গতকাল মেলায় নতুন এসেছে ১৩৭টি বই। মেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা।

প্রথমা প্রকাশনের স্টলে গতকাল সারা দিন ভিড় দেখা গেছে। বিকেলে এ স্টলের সামনে জনপ্রিয় লেখক আনিসুল হককে দেখা গেল নতুন বইয়ে অটোগ্রাফ দিতে। এ প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী জানালেন, গতকাল এসেছে মশিউল আলমের লেখা *যেভাবে নাই হয়ে গেলাম*। এটি বিভীষিকাময় বাস্তবতা ও ব্যক্তিমনের ওপর তার তীব্র ও গভীর অভিঘাতের এক অতিবাস্তব আখ্যান। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি এনেছে সেলিনা হোসেনের *হেঁটে যাই জনমভর*, মুক্তিযোদ্ধাদের কলমে *সম্মুখযুদ্ধ*, ১৯৭১সহ বেশ কিছু নতুন বই।

বিকেলে আদর্শ থেকে প্রকাশিত আনিস আলমগীরের *ট্র্যাজেডি অব আরব স্প্রিং*-এর মোড়ক উন্মোচন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। জ্ঞানকোষ থেকে প্রকাশিত স্নিগ্ধা আফসানা রোশনীর *জল-জোছনার শহর* বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। অন্যপ্রকাশ এনেছে নাসরিন জাহানের নতুন উপন্যাস *নিঃসঙ্গতার পাহারাদার*। লেখক জানালেন, বিগত চার বছরের মধ্যে এটিই তাঁর নতুন উপন্যাস। পুঁথিনিলয় এনেছে প্রণব কুমার চৌধুরীর *বাচ্চার দেখাশুনা*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ এনেছে মোজাম্মেল হক নিয়োগীর *বত্রিশের সবুজ পাতা*। জয়তী এনেছে কাফি কামালের *আত্মীয়তার বন্ধনে রাজনীতি*।

রাত আটটার মধ্যেই স্টলের ঝাঁপ বন্ধ করার আহ্বান ভেসে আসছিল। অমর একুশের প্রস্তুতির জন্য এই আহ্বান। পথে পথে আলপনা আঁকার ব্যস্ততা। শাহবাগ মোড়ের ফুলের দোকানগুলো ব্যস্ত মালার স্তবক তৈরি নিয়ে। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় আত্মদানকারী অগ্রজদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি বসন্তের ফুলে গাঁথা সেসব মালা আজ নিবেদন করা হবে বিনম্র শ্রদ্ধায়। বুকভরা বেদনা নিয়ে বাঙালি গাইবে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...।'